অমর
চিত্র
কথা
২৪০ টা. ৩.০০
সহস্রমল্ল
একটি জৈন কাহিনী

সহস্রমল্ল

জনসাধারণের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য জৈন সন্ন্যাসীগন যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। তাঁদের সহজ-সরল ধর্মীয় মতবাদ অজ্ঞ লোকেদের কাছে বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে তাঁরা বিভিন্ন গল্প-গাথাকেই অবলম্বন করেছেন। আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় এ ধরনের হাজার হাজার শিক্ষামূলক গল্পের সন্ধান পাই।

'বর্ধমান-দেশন' গ্রন্থ থেকে গৃহীত সহস্রমল্লের গল্পটি থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় যে,মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যের নিয়ামক। সে যা হতে ইচ্ছে করবে তাই হতে পারবে। সে নিজের ইচ্ছানুসারেই নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে,জৈন দার্শনিকগন কৃতকর্মেরই নিন্দা করেছেন,কর্মীর নয়। সেজন্য সহস্রমল্লের মতো কট্টর অপরাধীও সন্ন্যাসী বসুদর করুনা আর সাহায্যের থেকে বঞ্চিত হয় না।

অনুবাদ / সত্যব্রত বসু, বর্ণলিপি / মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

'অমরচিত্রকথা'র বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক **উচ্চারণ** ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

© India Book House Education Trust, Bombay-400 039.
All rights reserved.

Published by H.G. Mirchandani for India Book House Education Trust, Rusi Mansion, 29 Nathalal Parekh Marg, Bombay 400 039 and printed by him at IBH Printers, Marol Naka, Mathuradas Vissanji Road, Andheri (East), Bombay-400 059.

Editor : Anant Pai Script : Luis M. Fernandes
Artworks : Ram Waeerkar

সহস্রমল্ল
এক সময় সহস্রমল্ল নামে এক চোর ছিল।
একদিন রাতে সে এক জহুরীর দোকানের ছাদের টালি সরিয়ে চুরি করতে ঢুকল।
কিন্তু, এমনই ভাগ্য যে, সেই সময় দোকানের ভিতর দোকানের মালিকের ছেলে ঘুমিয়েছিল।
তোকে ধরেছি!

উউউউ:!

যাকগে, ছেড়ে দিই!

চোরটা ভীষণ ভয় পেয়েছে! শীগ্‌গিরই ও আর এই ধরনের কেরামতি দেখাবে না!

এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে সহস্রমল্ল দৌড়ে বাড়িতে মা-র কাছে গেল।

...মা, সে...সে... আমার পা ধরে টেনে রেখেছিল। আ... আমি ভাবলাম, সে চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচাল না... আমায় পালিয়ে আসতে দিল।

কিন্তু, সে যদি ছেড়ে না দিত, তবে এতক্ষনে আমাকে হাজত বাস করতে হত।

চুরি করতে গেলে এরকম ঘটনা বার কয়েক ঘটবেই বাবা, এ নিয়ে এত ভেঙে পড়লে চলবে না।

বরং এ রকম অভিজ্ঞতা থেকে তুমি ভবিষ্যতে আরও সাবধানী হতে চেষ্টা করবে। আমি জানি তুমি সফল হবেই।

মা-র উপদেশে উৎসাহিত হয়ে সহস্রমল্ল একদিন খুব সকালে এক লোভী নরসুন্দরের দোকানে ঢুকল।

এক ধনী খদ্দের আসছে। আমি খুব ভাল ব্যবহার করব।

এই দিকে মহাশয়! আসুন, আসুন - স্বাগতম!

বলুন মহাশয়, এই দাস আপনার কী সেবা করবে?

আমি চুল দাড়ি আর নখ কাটাতে চাই!

নিশ্চয়, নিশ্চয়ই মহাশয়! বসুন, এইখানে বসুন!

এই ধনী লোকটি অবশ্যই প্রচুর পারিশ্রমিক দেবে।

নরসুন্দরের কাজ শেষ হবার পর—

বাঃ, চমৎকার কাজ করেছ বন্ধু। এ জন্য তোমার বিশেষ পুরস্কার পাওয়া উচিত!

তোমার ছেলে আমার সঙ্গে চলুক। ওর কাছে আমি পুরস্কারটা দিয়ে দিচ্ছি।

মহাশয়, আপনি সত্যিই দয়ালু।

তুমি এই বাবুমশাইর সঙ্গে যাও বাবা!

সহস্রমল্ল নরসুন্দরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে শহরের অপর প্রান্তে এক কাপড়ের দোকানে ঢুকল।

আমি আপনার দোকানের সব-চেয়ে ভালো কিছু কাপড় কিনতে চাই।

আসুন, ভেতরে আসুন। আপনাকে আমি সব চাইতে ভালো ভালো কাপড় দেখাচ্ছি। আপনি পছন্দ করুন।

চোরটি দেখে দেখে সব চাইতে দামী দামী কিছু কাপড় পছন্দ করল।

আমি এই কাপড়-গুলি কিনব। কিন্তু এখন আমার কাছে কোনও টাকা নেই।

আপনি যদি রাজী হন, আমি বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে এসে আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি— অবশ্য আমি যতক্ষন না ফিরি, আমার ছেলে এখানে রইল।

ঠিক আছে মহাশয়!

তুমি একটু এখানে থাকো বাবা। আমি খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি!

আপনি ওর জন্য চিন্তা করবেন না। আমি ওকে দেখব।

সহস্রমল্ল কাপড়গুলি নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং...

...সোজা বাড়িতে এসে মার সামনে দাঁড়াল।

সব তোমার জন্যে এনেছি, মা।

সাবাস, বাবা! আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। দেখলে তো যদি আত্মবিশ্বাস রেখে কাজ কর তাহলে কি রকম সফল হতে পার।

মা, তুমি একবার শহরে গিয়ে শুনে এস, লোকেরা এই চুরি সম্বন্ধে কি বলাবলি করছে!

আমি এখুনি যাচ্ছি বাবা!

ইতিমধ্যে কাপড়ের দোকানে —

ভদ্রলোক তো এখনও ফিরলেন না। তিনি বোধহয় টাকার কথা একে বারে ভুলে গেছেন।

লক্ষ্মী ছেলে! আমাকে একটু তোমার বাবার কাছে নিয়ে চলো তো সোনা!

তখন ওরা রওনা হল—

ঐ যে আমার বাবা!

কী?

এতো তোমার বাবা নয়!

কী বললেন? আমি ওর বাবা নই। ভারী আস্পর্ধা তো—অবশ্যই আমি ওর বাবা!

ইনি কে রে, বাপী? তুমি সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে পুরস্কার এনেছ!

কোন ভদ্রলোক?

তারা দু'জনেই যে একই ঠগের পাল্লায় পড়েছে—এটা বুঝতে তাদের বেশী সময় লাগল না।

চলুন, আমরা রাজার কাছে নালিশ করি গিয়ে।

তারা দু'জনেই রাজদরবারে গেল।

এমন কি, আমাকে দিয়ে সে চুল,দাড়িও কাটিয়ে নিয়েছে।

মহারাজ! সে আমাদের দু'জনকেই ধোঁকা দিয়েছে!

চারদিকে যখন এই খবর ছড়িয়ে পড়ল তখন একজন নর্তকী এসে চোরকে ধরিয়ে দেবার দায়িত্ব নিল।

প্রভু, চোরের হাতে হঠাৎ কিছু টাকা এসে যাওয়ায় সে নিশ্চয়ই আমার নাচ দেখতে আসবে। সে যখন আসবে আমি তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

রাজদরবারে উপস্থিত এক অশ্ব-ব্যবসায়ী এগিয়ে এল —

মহারাজ! একজন চোরের আজই হোক বা কালই হোক ঘোড়ার দরকার পড়বে। এ চোরও নিশ্চয় আমার কাছে ঘোড়া কিনতে আসবে। আর তৎক্ষনাৎ তাকে ধরে নিয়ে আসবো আপনার কাছে!

ওদিকে সহস্রমল্লর মা শহর থেকে ফিরে তাকে বহু খবর দিল।

... তুমি এখন থেকে সাবধানে চলা ফেরা কোরো বাছা! একজন অশ্বব্যবসায়ী আর এক নর্তকী তোমাকে বোকা বানাবার ফন্দী এঁটেছে।

তুমি চিন্তা কোর না মা। আমি যখন তাদের উপর আমার কেরামতি ফলিয়ে আসব, তখন ঐ হামবড়া দু'জন আমার পথও মাড়াবে না!

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা শহরের বাইরে অশ্বব্যবসায়ীটি তার তাঁবুর সামনে বসে আরাম করছিল, তখন —

এ দেখছি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক! আর এই দিকেই আসছেন! কে হতে পারে?

সে কল্পনাও করতে পারেনি যে এ আর কেউ নয় ...

... স্বয়ং সহস্রমল্ল!

আপনি কে মহাশয়? আপনি এখানে তাঁবুই বা ফেলেছেন কেন?

আমি একজন অশ্বব্যবসায়ী। এই অঞ্চলে একেবারে নবাগত।

আপনি আসুন, আমার বাড়িতে এসে বাস করবেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হবো।

না, না, ঠিক আছে মহাশয়! আপনাকে বিচলিত হতে হবে না!

উঁহু, আমি ছাড়ছি না! আপনার মত মানুষকে আমি এখানে রাত্রিবাস করতে দিতে পারি না।

ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি। আমার ঘোড়াগুলিকে তাহলে সঙ্গে নিয়ে নিই।

সহস্রমল্ল তখন ব্যবসায়ীকে সঙ্গে করে সেই নর্তকীর বাড়ির দিকে চলল —

বাঃ! দু'জন ধনী লোক এ দিকেই আসছেন! মা লক্ষ্মীই বোধ-হয় এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছেন!

সহস্রমল্ল বা অশ্বব্যবসায়ী — কাউকেই সেই নর্তকীটি এর আগে কখনও দেখেনি।

স্বাগতম! আমি চিন্তা করতে পারছি না কত পাব এদের কাছ থেকে!

সহস্রমল্ল তাড়াতাড়ি নর্তকীকে আড়ালে ডেকে বলল —

আমার বন্ধু তোমার নাচ দেখতে চান। সে অত্যন্ত ধনী আর দয়ালু। কিন্তু ...

উনি প্রথমে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চান, এই তো? আমি এখুনি ব্যবস্থা করছি!

আমি তাকে সব-চেয়ে আরামদায়ক ঘরে থাকতে দেব।

দয়া করে এই দিকে আসুন!

ব্যবসায়ীটিকে তার ঘরে পৌঁছে দিয়ে নর্তকীটি ফিরে এল—

এবার আপনার জন্য কী করব, বলুন? আপনিও থাকবেন তো?

না, আমি পরে আসব। আমাকে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে রাজার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে। আর...

... না, থাক! কী ভুলো মন আমার! তাড়াতাড়িতে আমার অলঙ্কারগুলি পরে আসতে ভুলে গেছি।

এখন এভাবে কী করে রাজা মশাইর সামনে যাই? আপনি কি... যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কিছু গহনা আমাকে ধার দেবেন?

অবশ্যই!

ওঃ! আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব। এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার হলেও আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম।

আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আপনার যা ইচ্ছে তাই নিন!

সহস্রমল্ল নর্তকীর গহনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবানগুলি বেছে নিয়ে পরল।

এখন, যাবার আগে একবার বন্ধুকে দেখে যাই, সে আরামে আছে কিনা?

তিনি বেশ আরামেই আছেন। তবু দেখে আসুন!

সহস্রমল্ল যখন অশ্বব্যবসায়ীর ঘরে প্রবেশ করল তখন ব্যবসায়ী তার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেল না।

মহাশয়, আপনি আমাকে এমন চমৎকার ঘরে থাকতে দিয়েছেন, আপনার মহানুভবতায় আমি সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছি।

না, না, এ কিছু না!

আমার অনুপস্থিতিতে আমার কর্মী আপনার দেখাশোনা করবেন। আপনার কাছে আমার একটা আর্জি আছে।

বলুন, কী করতে পারি।

রাজ প্রাসাদে পৌঁছে দেবার জন্যে আমাকে একটা দ্রুতগামী ঘোড়া দিতে হবে।

আমার ঘোড়াটা নিয়ে যান। ওটাই এদেশের সবচাইতে দ্রুতগামী ঘোড়া!

আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তার কাছে এটা একেবারে নগন্য।

এই ভাবে যারা চোর ধরার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছিল তারা নিজেরাই সেই চোরের ছলনার শিকার হয়ে গেল।
বিদায়, বন্ধুগন! আশাকরি আমাদের আর দেখা হবে না!
সহস্রমল্ল বাড়ি ফিরে গহনা-গাঁটি আর ঘোড়া মা-র কাছে দিল।
গহনাগুলি হল নর্তকীর দেওয়া উপহার আর ঘোড়াটা পেয়েছি অশ্বব্যবসায়ীর কাছ থেকে।
সবই তোমার জন্যে, মা!
আমি সত্যিই তোমার জন্য গর্বিত, পুত্র!
মা, কাল তুমি একবার অবশ্যই শহরে গিয়ে জেনে আসবে, লোকেরা কী বলাবলি করছে এ সম্বন্ধে?
আমি অবশ্যই যাবো!
ইতিমধ্যে অশ্বব্যবসায়ী আর নর্তকী বুঝতে পেরে গেছে যে তারা প্রতারিত হয়েছে…

…এবং তারা দু জনেই রাজার কাছে ছুটে গেল।

সে আমার গহনা-গাঁটি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ইনি ঠিকই বলেছেন, মহারাজ! আমারই ঘোড়ায় চড়ে সে পালিয়েছে।

রাজা মুখ্য-নগরপালকে ডেকে পাঠালেন —

এই চোরটি দেখছি ক্রমশ বেশী সাহসী আর বেপরোয়া হয়ে উঠছে!

আমি তোমাকে পাঁচ দিন সময় দিলাম। এর মধ্যে তাকে ধরে এনে আমার সামনে হাজির করা চাই।

মহারাজ, আপনি দেখে নেবেন, আমার হাত থেকে এবার আর ওর নিস্তার নেই!

আগের মতই সহস্রমল্লর কানে এ খবর পৌঁছে গেল।

খুব সাবধান, বাবা! নগরপাল যেন তোমাকে না ধরতে পারে!

তুমি কোনও চিন্তা কোরো না মা। আমি তাকে এমন বোকা বানাব যে, পরে আমার নাম শুনলে সে আঁতকে উঠবে।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা চোর চূড়ামনি এক ধনী শহরবাসীর ছদ্মবেশে শহরের এক জুয়ার আড্ডায় গেল। সে জানত সেখানে মুখ্য-নগরপালের দেখা পাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, ঐ তো সে! নগরপালমশাই বোধহয় আমারই খোঁজে এসেছে!

সবাই বলে, আপনি নাকি এখানকার সেরা খেলোয়াড়। আমার সঙ্গে খেলার জন্য আমি কি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি?

আমি কখনও খেলার প্রস্তাব প্রত্যাখান করিনা।

আগেই জানিয়ে রাখি আমি কিন্তু উঁচু দরের বাজি ছাড়া ধরি না।

আমিও তাই!

সহস্রমল্ল ছিল অত্যন্ত কুশলী খেলোয়াড়। এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সে মুখ্য নগরপালের সমস্ত টাকা পয়সা জিতে নিলো।

আপনার দেখছি আজ তুঙ্গে বৃহস্পতি! তবে আমিও একেবারে ফতুর হয়ে যাইনি। ধরলাম এই আংটি।

আমি তো এটাই চাই, বন্ধু!

ঠিক আছে, এই দিলাম আংটির জন্যে চাল!

আর হতভাগ্য নগরপালের আংটিটাও খোয়া গেল আর ঠিক তখনই—

এই মুহূর্তে রাজা মশাই আপনার তলব করেছেন।

এই, এখন? ওঃ হোঃ— চলো যাচ্ছি!

কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! আমার কাজের সুবিধার জন্য এই তো চাইছিলাম!

চলি, আবার দেখা হবে।

আশা করি আর হবে না।

সহস্রমল্ল দ্রুত নগরপালের বাড়িতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গে দেখা করলেন।

ভদ্রে! একটা দুঃসংবাদ আছে— আপনার স্বামীকে এইমাত্র বন্দী করা হয়েছে!

কী?

সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এক্ষুনি রাজপেয়াদারা হাজির হবে। তাই নগরপাল-মশাই আমাকে পাঠালেন মূল্যবান বিষয়-সম্পত্তি অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেল-বার জন্য। ওরা আসবার আগেই সরানো দরকার।

আ--আমি বিশ্বাস করি না!

হ্যাঁ, এই জন্যই হয়তো উনি এই আংটিটা দিয়ে দিয়েছেন, যাতে আপনি আমাকে বিশ্বাস করেন।

ওঁর আংটি! শীগগির ভেতরে আসুন।

আপনি দামী জিনিসপত্র কী ভাবে নিয়ে যাবেন?

একটা বড় বস্তায় সব পুরে দিন।

কিছুক্ষণ বাদে এক বিশাল বস্তা কাঁধে নিয়ে চোর নগরপালের বাড়ি থেকে বের হলো।

এই সাহায্যের জন্য আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ!

এ টুকু করতে পেরে আমি আনন্দিত,ভদ্রে!

সহস্রমল্ল বাড়ি ফিরে মা-র পায়ের কাছে বস্তাটা নামিয়ে রাখলো।

মা, এ হলো মুখ্য নগর-পালের কাছ থেকে পাওয়া উপহার।

আমি ভীষন গর্বিত বোধ করছি। কিন্তু বাবা, বেশী ঝুঁকি নিতে যেও না!

শহরে, ইতিমধ্যে মুখ্যনগরপাল বাড়ি ফিরে এসেছেন।

যাক বাবাঃ! তুমি বাড়ি ফিরে এসেছো। প্রিয়, তোমার জন্য কি কেউ জামিন দাঁড়িয়েছিল?

অ্যা?

তোমাকে বন্দী করেছিল কেন?

তুমি কী সব আবোল-তাবোল বকছো?

কেন, তোমার বন্ধু এসে যে আমাদের সব দামী দামী জিনিসপত্র নিয়ে গেল!

বন্ধু? দামী দামী জিনিসপত্র?

তুমি একটু খুলে বলো তো দেখি, কী বলতে চাইছো?

তার স্ত্রী যখন সব খুলে বললো, মুখ্য নগরপাল একেবারে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। ক্ষোভে, দুঃখে তার মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হলো না।

কী হয়েছে প্রিয়? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

সেই লোকটা কে?

তুমি কথা বলছো না কেন? লোকটা কে?

সে ঐ চোর ছাড়া আর কে হতে পারে?

সেই ভয়ানক প্রতারক নিশ্চয়ই নয়, যাকে তুমি বন্দী করতে চাইছিলে?

পরদিন রাজপ্রাসাদে গিয়ে অসহায় নগরপাল একেবারে রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।

মহারাজ, শেষ পর্যন্ত আমিও সেই ঠকবাজের শিকার হলাম।

দূর হয়ে যাও, আমার চোখের সামনে থেকে। তোমার উপর ভার দিলাম চোর ধরার, আর তুমি কিনা তার ফাঁদে পড়ে গেলে!

যতো সব বোকা-হাঁদার দল এসে জুটেছে আমার রাজ্যে। আমি নিজে না দেখলে ঐ বদমায়েশকে দেখছি পাকড়ানোই যাবে না।

আমার মন্ত্রীদের ডেকে পাঠাও!

রাজার দায়িত্ব নেবার খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো।

খুব সাবধান বাছা, খুব সাবধান। আমাদের রাজাকে বোকা ভেবো না।

ঠিক আছে, মা! সময় মতো সেটা দেখা যাবে।

কিছুদিন বাদে চোর এসে হাজির হলো রাজপ্রাসাদের ফটকের সামনে।

আমি একজন ওস্তাদ মালিশওয়ালা। আমি রাজাধিরাজের সেবা করতে চাই।

যাও, ভেতরে যাও!

সহস্রমল্লকে যখন রাজার সামনে নিয়ে যাওয়া হলো–

তুমি ঠিক সময়েই এসেছো। কয়েক দিন ধরে ঐ বেয়াদব চোরটার খোঁজ করতে হচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে চড়ে...

...তাহলে আমি মালিশ করে আপনার শরীরের ব্যথা সারিয়ে দিই!

...সেজন্য আমার সারা শরীরে ব্যথা হয়ে গেছে।

মহারাজ! অনুগ্রহ করে যদি এই চৌকিটায় একটু শুয়ে পড়েন...

মহারাজ! চোখ বুঁজুন। সারা শরীর হাল্কা করে দিন...

... তারপর দেখুন আমার হাতের ভেলকি...!

বাঃ! খুব আরাম লাগছে! আ-আ--ই-!

...এবং আস্তে আস্তে ঘুম পাড়িয়ে দিলো।

সহস্রমল্ল মালিশের কাজে সত্যিই খুব দক্ষ ছিল। তার অভিজ্ঞ হাতে মালিশ করে সে খুব তাড়াতাড়ি রাজার ক্লান্তি দূর করে দিল...

মহারাজ! সুখ স্বপ্নে বিভোর হোন—আমি এখন পালাবো।

আমার মা-র জন্য এই সামান্য অলঙ্কারগুলি নিয়ে গেলে আমি জানি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন!

Indrajal Comics

সে রাজমুকুট ও অলঙ্কার-গুলি রাজপোশাকে বেঁধে নিঃসাড়ে জানালা থেকে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল।
কিছুক্ষণ পরে রাজা জেগে উঠলেন।
বাঃ বেশ তরতাজা লাগছে!
মালিশওয়ালার হাতে সত্যিই জাদু... ...আরে!
আমার মুকুট কই? আমার অলঙ্কার? রাজপোশাক!

হায় ভগবান! আমাকে ঠকিয়েছে!

প্রহরী! প্রহরী!!

সেই মালিশ-ওয়ালা কোথায়?

মহারাজ! আমরা তাকে বেরিয়ে যেতে দেখিনি তো!

যতো সব অপদার্থের দল! তোমরা কী ঘুমুচ্ছিলে নাকি? যাও, যেখান থেকে পারো তাকে ধরে আনো...

সহস্রমল্ল ততক্ষণে প্রাসাদ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে।

বাবা, তুমি সত্যিই শ্রেষ্ঠ চোর! এমন কি, তুমি রাজাকেও ফাঁকি দিয়ে এলে!

মা, রাজাকেও ফাঁকি দিয়ে এলাম। কিন্তু আর তো কেউ রইলো না। এবার কাকে বোকা বানাবো?

কিন্তু বাবা...

আমি যে এ পথের শেষে এসে পৌঁছেছি!

ওকে খুব মন মরা লাগছে।

যাক্‌গে, আমি আমার ছেলেকে চিনি—কালই ঠিক হয়ে ফের কাজে লেগে যাবে।

সত্যি সত্যিই অল্প কিছুদিনের মধ্যে সহস্রমল্ল আবার শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। একদিন সে যেতে যেতে দেখতে পেল বহু মানুষের ভিড়।

বাঃ আজ খুব সুদিন মনে হচ্ছে। দেখি এর মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক কে? সে যতক্ষন এখানে থাকবে, ততক্ষনে তার বাড়ি ঘুরে আসা যাবে।

কাছাকাছি গিয়ে সে লক্ষ্য করলো একজন সন্ন্যাসী জনসাধারনকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন।

আহা! কী মধুর কণ্ঠস্বর! কী মর্মস্পর্শী কথাবার্তা!

ধার্মিক সন্ন্যাসী বসুদর কথাবার্তায় সম্মোহিত সহস্রমল্ল আপন-ভোলা হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। মোহাবিষ্টের মতো তাঁর উপদেশ শুনতে লাগলো।

... ভাই সব, আমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের আচরণে আমাদের প্রতিবেশীরা কখনও দুঃখ না পায়...

... জীবনে আনন্দ-স্ফূর্তি করার অধিকার তোমার যেমন আছে, অন্যদেরও তেমন আছে। এ কথা সব সময় চিন্তা করবে।

কেউ যদি তোমার জিনিস চুরি করে, তোমার মনে দুঃখ হয় কী না?

হ্যাঁ, অবশ্যই হয়!

সেই রকম নিজের কথা ভেবে কখনও অন্যের জিনিস চুরি করো না!

!

উনি কি অন্তর্যামী? কী করে উনি একথা বললেন ... আমি একজন চোর... চুরি করাই আমার পেশা। আমার মা বলেন, চুরি করা আমার কর্তব্য...

তোমার নিজের কাছে যা অবাঞ্ছিত সে রকম কাজ কখনই অন্যের ওপর করো না।

তবে আমার মা কী আমাকে ভুল পথে চালিয়েছেন? কেউ কি তাঁকে প্ররোচিত করেছেন?

তোমার কাছে যা ক্ষতিকর, বেদনাদায়ক, অন্যের কাছেও সেটা সমানই শোকাবহ।

সহস্রমল্ল এর আগে কখনও নিজের কৃতকর্মের কথা চিন্তা করেনি, সন্ন্যাসীর বাণী তার মনে গভীর ভাবে প্রবেশ করল। মনে মনে সে অনুতপ্ত হয়ে পড়ল।

তারা তো আমারই মতো মানুষ...আমারই মতো অনুভূতি...আমাকে তারা বিশ্বাস করেছিল... ... আমি তাদের বিশ্বাসের মূলে চিড় ধরিয়েছি!

সেই জহুরীর দোকানের যুবকটি তো আমাকে ধরেই ফেলেছিল, কিন্তু আমাকে দয়া করেছিল।

কিন্তু আমি যাদের ঠকিয়েছি, তাদের তো কাউকে দয়া করি নি!

এই ভাবে সহস্রমল্ল বিবেকের জ্বালায় যন্ত্রণা পেতে থাকল। ইতিমধ্যে বসুদ্দ তাঁর উপদেশ দান শেষ করেছেন এবং জনতাও একে একে ঘরে ফিরে চলেছে।

সহস্রমল্ল যখন দেখল বসুদ্দ দূরে চলে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই যেন সে বিমূঢ় অবস্থা কাটিয়ে চেতনা ফিরে পেল।

!

সে দ্রুত সন্ন্যাসীর পিছনে ছুটল

প্রভু! প্রভু!

আমাকে বাঁচান! আমাকে পথ দেখান প্রভু!

ওঠো বৎস! উঠে দাঁড়াও।

সন্ন্যাসীর কাছে সহস্রমল্ল নিজের লজ্জার কাহিনী অকপটে খুলে বললো—

প্রভু, আপনার উপদেশ আমার মন গলিয়ে দিয়েছে— কিন্তু তাতে কী আমার অতীতের সব পাপ ধুয়ে-মুছে যাবে?

বৎস, তোমার ভিতরে যদি সত্যিই অনুশোচনা এসে থাকে, তবে আমি যা উপদেশ দেবো তা পালন করতে হবে...

সেই দিন সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে পুন্যাত্মা সন্ন্যাসী দীক্ষা দিলেন এক ঘোরতর পাপীকে।

পরের দিনও আবার বসুদ্দ মন্দিরের সামনে বসে উপদেশ দান করছিলেন। এদিন আরও বেশী মানুষের ভিড় এবং ভিড়ের মধ্যে স্বয়ং রাজাও উপস্থিত ছিলেন।

উপদেশদান হওয়ার পর—

হে মহাত্মা, বসুদ্দ। আপনি এ রাজ্যের জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ।

চোরটিকে ধরতে দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন!

আপনার খোঁজা শেষ হয়েছে, মহারাজ!

এই সেই লোক, যাকে আপনি খুঁজছেন!

কী?

প্রহরী! প্রহরী!

রাজন! আপনার প্রহরীদের ফিরে যেতে বলুন।

সে আত্মসমর্পন করতে এসেছে। আজ সে অনুতপ্ত।

INDRAJAL COMICS

সহস্রমল্ল রাজার পায়ে লুটিয়ে পড়লো।
মহারাজ, আপনি যে শাস্তিই আমাকে দেবেন তাই আমি মাথা পেতে নেবো।
আমি যে সব জিনিস চুরি করেছিলাম, আমি আর আমার মা সেই সমস্ত জিনিসই আসল মালিকদের ফিরিয়ে দেবার জন্য নিয়ে এসেছি।
বেশ...
...বেশ! তুমি যখন নিজে এসে ধরা দিয়েছো আর নিজের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছো এবং মহাত্মা বসুদ যখন তোমাকে ক্ষমা করেছেন...
...সহস্রমল্ল, আমিও তোমাকে ক্ষমা করলাম এবং এই প্রার্থনা করি, নতুন জীবনে যেন তুমি শান্তি পাও।
আপনার দয়া, মহারাজ!
এর পর থেকে সহস্রমল্ল ও তার মা ধর্মকর্মে মন দিয়ে সৎ জীবন যাপন করতে লাগলো।

Indraindrajal.blogspot.in

maa KPL 8-80

একটা অসাধারন ছুরি

একজন বৃদ্ধা জুতোর আকারের বাসায় থাকতেন... তার অনেক গুলি ছেলেমেয়ে ছিল ও গৃহস্থালি হিসেব নিকেশও রাখতে হত!

তিনি বিচক্ষনতার সাথে হিসেব লিখতেন...

কিন্তু নভেলটি পেন্সিলগুলি আশ্চর্যজনক ভাবে হারাতে লাগল

তিনি আনাচে খুজলেন আর কানাচে অবাক হলেন কোথায় পেন্সিল যেতে পারে?

তারপর তার মেয়েকে নভেলটি পেন্সিল দিয়ে হটাত লিখতে দেখে ধরে ফেলেন

"আচ্ছা. তুমিই চুরি করেছ ও... হো!

সমস্বরে চিৎকার করে সবাই উত্তর দিল

আর আমি

আর আমি

তিনি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে কেবল জিজ্ঞাসা করতে পারলেন কেন আমার নভেলটি পেন্সিলগুলি নিয়েছ?

আমি তোমাদের আলাদা পেন্সিল দিয়েছি একটা নতুন পেন্সিল দিয়েছি কেন আমার নভেলটি পেন্সিল চুরি করেছ ও মেজাজটা বিগড়ে দিয়েছ?

প্রত্যেককে

"কেননা নভেলটি পেন্সিল-গুলি আমাদের চেয়ে ভাল

লায়ন "নভেলটি" পেন্সিলস

* স্বচ্ছ লেখা * মজবুত শীস
পয়েন্ট লাঙ্গে না
* রঙ বেরঙ্গের

লায়ন পেন্সিলস প্রাইভেট লি.
মার্কেটিং ডিভিসন,
'পারিজাত',
৯৫, নেতাজী সুভাষ রোড,
বোম্বাই-৪০০ ০০২

অমর চিত্র কথা

তোমাদের মনের মতো রঙীন বই
অমর চিত্রকথা ®

প্রকাশিত তালিকা

• পুরাণ

লবকুশ
মহীরাবণ
পরশুরাম
নলদময়ন্তী
মীরাবাঈ
ভীষ্ম
গীতা
লঙ্কার রাজা রাবণ
ভীম ও হনুমান
ইন্দ্র ও শিবি
গান্ধারী
সাবিত্রী
কর্ণ
হরিশ্চন্দ্র
বালী
কুম্ভকর্ণ
দুর্গা
ঘটোৎকচ
আরুণি ও উতঙ্ক
মহাভারত
সূর্য
গঙ্গা
নচিকেতা
ধ্রুবঅষ্টবক্র
গণেশ
রামায়ণ
প্রহ্লাদ
কৃষ্ণের গল্প

• জীবনী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
• সূরদাস
জয়দেব
কবীর
তানসেন
রামশাস্ত্রী
জয়প্রকাশ
বাবাসাহেব আম্বেদকার
লোকমান্য তিলক
বুদ্ধ
বিদ্যাসাগর
মহাকবি কালিদাস
বাঘাযতীন
সুভাষচন্দ্র বোস
বিবেকানন্দ

• ইতিহাস

বিক্রমাদিত্য
রসিক বীরবল
অশোক
ঝাঁসির রাণী
টিপু সুলতান
শিবাজী
বালাদিত্য ও যশোধর্মণ
জাহাঙ্গীর
শিবাজী
রাণাপ্রতাপ
চাণক্য
বুদ্ধিমান বীরবল
•তানাজী

• কিংবদন্তী

শকুন্তলা
কপালকুণ্ডলা
রাজসিংহ
কাদম্বরী
স্বর্গীয় কণ্ঠহার
অঙ্গুলিমালা
বাঘ ও কাঠঠোকরা
ধাত্রীপান্না ও হাদিরাণী
আম্রপালী ও উপগুপ্ত
শ্রীদত্ত
চন্দ্রললাট
রত্নাবলী
পঞ্চতন্ত্র
আনন্দমঠ
দেবীচৌধুরানী
সাতরঙা রাজপুত্র
হিতোপদেশ
জাতকের গল্প

প্রতিখণ্ড ৩.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশিতব্য:

শিবের গল্প
ভানুমতী পদ্মিনী

বাংলা সংস্করণের একমাত্র পরিবেশক:
উচ্চারণ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

Malay

Indranijal.blogspot.in

AMAR CHITRA KATHA
HISTORY * MYTHOLOGY * LEGEND

11 KRISHNA
12 SHAKUNTALA
13 THE PANDAVA PRINCES
14 SAVITRI
15 RAMA
16 NALA DAMAYANTI
17 HARISCHANDRA
18 THE SONS OF RAMA
19 HANUMAN
20 MAHABHARATA
21 CHANAKYA
22 BUDDHA
23 SHIVAJI
24 RANA PRATAP
25 PRITHVIRAJ CHAUHAN
26 KARNA
27 KACHA
28 VIKRAMADITYA
29 SHIVA PARVATI
30 VASAVADATTA
31 SUDAMA
32 GURU GOBIND SINGH
33 HARSHA
34 BHEESHMA
35 ABHIMANYU
36 MIRABAI
37 ASHOKA
38 PRAHLAD
39 PANCHATANTRA — THE JACKAL AND THE WAR DRUM
40 TANAJI
41 CHHATRASAL
42 PARASHURAMA
43 BANDA BAHADUR
44 PADMINI
45 JATAKA TALES — MONKEY STORIES
46 VALMIKI
47 GURU NANAK
48 TARABAI
49 RANJIT SINGH
50 RAM SHASTRI
51 RANI OF JHANSI
52 ULOOPI
53 BAJI RAO I
54 CHAND BIBI
55 KABIR
56 SHER SHAH
57 DRONA
58 SURYA
59 URVASHI
60 ADI SHANKARA
61 GHATOTKACHA
62 TULSIDAS
63 SUKANYA
64 DURGADAS
65 ANIRUDDHA
66 ZARATHUSHTRA
67 THE LORD OF LANKA
68 TUKARAM
69 AGASTYA
70 VASANTASENA
71 INDRA & SHACHI
72 DRAUPADI
73 SUBHADRA
74 AHILYABAI HOLKAR
75 TANSEN
76 SUNDARI
77 SUBHAS CHANDRA BOSE
78 SHRIDATTA
79 JATAKA TALES — DEER STORIES
80 VISHWAMITRA
81 THE SYAMANTAKA GEM
82 MAHAVIRA
83 VIKRAMADITYA'S THRONE
84 BAPPA RAWAL
85 AYYAPPAN
86 ANANDA MATH
87 BIRBAL THE JUST
88 GANGA
89 GANESHA
90 CHAITANYA MAHAPRABHU
91 HITOPADESHA — CHOICE OF FRIENDS
92 SAKSHI GOPAL
93 KANNAGI
94 NARSINH MEHTA
95 JASMA OF THE ODES
96 SHARAN KAUR
97 CHANDRAHASA
98 PUNDALIK & SAKHU
99 RAJ SINGH
100 PURUSHOTTAM DEV & PADMAVATI
101 VALI
102 NAGANANDA
103 MALAVIKA
104 RANI DURGAVATI
105 DASHARATHA
106 RANA SANGA
107 PRADYUMNA
108 VIDYASAGAR
109 TACHCHOLI OTHENAN
110 SULTANA RAZIA
111 SATI & SHIVA
112 KRISHNA & RUKMINI
113 RAJA BHOJA
114 GURU TEGH BAHADUR
115 PAREEKSHIT
116 KADAMBARI
117 DHRUVA & ASHTAVAKRA
118 KING KUSHA
119 RAJA RAJA CHOLA
120 DAYANANDA
121 VEER DHAVAL
122 ANCESTORS OF RAMA

Acquaint your children with the cultural heritage of India

123 EKANATH
124 SATWANT KAUR
125 UDAYANA
126 JATAKA TALES — ELEPHANT STORIES
127 THE GITA
128 VEER HAMMIR
129 MALATI & MADHAVA
130 GARUDA
131 BIRBAL THE WISE
132 RANAK DEVI
133 MARYADA RAMA
134 BABUR
135 DEVI CHOUDHURANI
136 RABINDRANATH TAGORE
137 SOORDAS
138 PANCHATANTRA — THE BRAHMAN AND THE GOAT
139 PRINCE HRITADHWAJA
140 HUMAYUN
141 PRABHAVATI
142 CHANDRA SHEKHAR AZAD
143 A BAG OF GOLD COINS
144 PURANDARA DASA
145 BHANUMATI
146 VIVEKANANDA
147 KRISHNA & JARASANDHA
148 NOOR JAHAN
149 ELEPHANTA
150 TALES OF NARADA
151 KRISHNADEVA RAYA
152 BIRBAL THE WITTY
153 MADHVACHARYA
154 CHANDRAGUPTA MAURYA
155 JNANESHWAR
156 BAGHA JATIN
157 MANONMANI
158 ANGULIMALA
159 THE TIGER AND THE WOODPECKER
160 TALES OF VISHNU
161 AMRAPALI
162 YAYATI
163 PANCHATANTRA — HOW THE JACKAL ATE THE ELEPHANT
164 TALES OF SHIVA
165 KING SHALIVAHANA
166 THE RANI OF KITTUR
167 KRISHNA & NARAKASURA
168 THE MAGIC GROVE
169 LACHIT BARPHUKAN
170 INDRA AND VRITRA
171 AMAR SINGH RATHOR
172 KRISHNA & THE FALSE VASUDEVA
173 KOCHUNNI
174 TALES OF YUDHISHTHIRA
175 HARI SINGH NALWA
176 TALES OF DURGA
177 KRISHNA AND SHISHUPALA
178 RAMAN OF TENALI
179 PAURAVA AND ALEXANDER
180 INDRA AND SHIBI
181 GURU HARGOBIND
182 THE BATTLE FOR SRINAGAR
183 RANA KUMBHA
184 ARUNI AND UTTANKA
185 HITOPADESHA — HOW FRIENDS ARE PARTED
186 TIRUPPAN & KANAKADASA
187 TIPU SULTAN
188 BABASAHEB AMBEDKAR
189 THUGSEN
190 KANNAPPA
191 THE KING IN A PARROT'S BODY
192 RANADHIRA
193 KAPALA KUNDALA
194 GOPAL & THE COWHERD
195 JATAKA TALES — JACKAL STORIES
196 HOTHAL
197 THE RAINBOW PRINCE
198 TALES OF ARJUNA
199 CHANDRALALAAT
200 AKBAR
201 NACHIKETA AND OTHER STORIES
202 KALIDASA
203 JAYADRATHA
204 SHAH JAHAN
205 RATNAVALI
206 JAYAPRAKASH NARAYAN
207 MAHIRAVANA
208 JAYADEVA
209 GANDHARI
210 BIRBAL THE CLEVER
211 THE CELESTIAL NECKLACE
212 BASAVESHWARA
213 VELU THAMPI
214 BHEEMA AND HANUMAN
215 PANNA AND HADI RANI
216 RANI ABBAKKA
217 SUKHU AND DUKHU
218 JATAKA TALES — THE MAGIC CHANT
219 LOKAMANYA TILAK
220 KUMBHAKARNA
221 JAHANGIR
222 SAMARTH RAMDAS
223 BALADITYA AND YASHODHARMA
224 JATAKA TALES — NANDI VISHALA
225 TALES OF SAI BABA
226 RAMAN THE MATCHLESS WIT
227 SADHU VASWANI
228 BIRBAL TO THE RESCUE

1981 releases

229 SHANKAR DEV
230 HEMU
231 BAHUBALI
232 DARA SHUKOH AND AURANGZEB
233 PANCHATANTRA — THE DULLARD AND OTHER STORIES
234 BHAGAT SINGH
235 THE ADVENTURES OF AGAD DATTA
236 BAHMAN SHAH
237 GOPAL THE JESTER
238 FRIENDS AND FOES — ANIMAL TALES FROM THE MAHABHARATA
239 HAKKA AND BUKKA
240 SAHASRAMALLA
- BALBAN
- PANCHATANTRA — CROWS AND OWLS
- RAMANUJA
- THE PANDAVAS IN HIDING
- JATAKA TALES — THE GIANT AND THE DWARF
- TYAGARAJA
- JATAKA TALES — TALES OF WISDOM
- BIDHI CHAND
- TALES TOLD BY RAMAKRISHNA
- SAMBHAJI
- THE ADVENTURES OF BADDU AND CHOTTU
- KARTIKEYA

Rs. 3.00 per copy

Subscription for 12 months (24 forthcoming titles) Rs. 65/-

POSTAGE FREE
Send Rs. 65 by M.O./P.O./ Draft to:

IBH
India Book House Magazine Co., Eruchshaw Building, 249, Dr. D.N. Road, Bombay-400 001